বিভূতিভূষণের অপু প্রকল্প, জাঁ ক্রিস্তফ, কাম্যু, শিল্পের প্রথম ভুবন

ইমানুল হক

১.

বাঙালি একটি Dead race হইয়া যাইবে, বাংলা একদিন dead language হইয়া যাইবে। অপু ইহাদের কথা লিখিয়া যাইবে।

লিখছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের খসড়ায়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬-২৭ এপ্রিল। আজ যখন বিশ্বায়িত ভুবনে প্রশ্ন উঠছে, বাংলা ভাষা কি বাঁচবে, বাঙালি কি জাতি হিসাবে তার সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে টিঁকে থাকবে, নাকি হয়ে উঠবে কেবল-ই একটি না-তখন মনে পড়বে বিভূতিভূষণের ভাবনার কথা!

২.

ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি-সংস্কৃতি যখন ক্রমশ হয়ে উঠছে সমাজের নিয়ামক শক্তি, আর তারই পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের (১৯০৫) পশ্চিমবঙ্গী প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষা আন্দোলন বিকশিত হচ্ছে, কলকাতার স্কুল কলেজে আসছে গ্রামের ছেলেরা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার (১৯১৭) উত্থানে প্রাণ পাচ্ছে নবজীবনের মানস, বিশ্বযুদ্ধ ফেরত নজরুলের কাব্যদর্শে হাত পাকাচ্ছেন জীবনানন্দরা, গড়ে উঠছে আধুনিক কবিতা আন্দোলন, গঠিত হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, এবং এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় ফ্রয়েড-ইয়ং অনুসরণে দেহবাদ, যৌনতা, আত্মমগ্ন কাব্য প্রবণতা, কল্লোল-কালিকলম-কবিতার-সঙ্গে শনিবারের চিঠি-র বিদ্রুপ প্রবণতা - সে সময় শঙ্কিত অপু।

আর একথা আজ জানাই যে বিভূতিভূষমের আরেক নাম যে অপু-ও, যে অপু ভালবেসেছে অনেকেই, কিন্তু শ্রদ্ধা পেয়েছে দুজন মানুষ যারা অসম্ভব অসময়সী, পুত্র কাজল এবং বন্ধু প্রণব - যে কমিউনিস্ট পার্টি করে জেলে যায় এবং মুক্তি চেয়ে মুচলেকা দেয় না, বা নিজের মতাদর্শ অস্বীকার করে না; উল্টো জার্মান কমিউনিস্ট ডিমিট্রভের পূর্বসূরী হিসেবে জবানবন্দী দেয় আদালতে, (লক্ষণীয়, স্বীকারোক্তি নয়, জবানবন্দী)

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা হয়, অভিযুক্ত হন মুজফর আহমেদ সহ কয়েকজন কমিউনিস্ট। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার প্রসঙ্গ এসেছে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসেও, পরোক্ষ।

৩.

বিভূতিভূষণ কখনও রাজনীতি করেননি। তিন বন্দ্যোপাধ্যায় -এর বাকি দুজন, মানিক ও তারাশঙ্কর রাজনীতিমনস্ক শুধু নয়, রাজনীতি মগ্ন মানুষ। মানিক মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তারাশঙ্কর জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য। জেলেও গেছেন। স্বাধীনতার পর বিধান পরিষদের সদস্য হয়েছেন বিভূতিভূষণের এরকম কোন ইতিহাস নেই। অথচ তাঁর উচ্চারণ: (ইছামতী) মূক জনগণের ইতিহাস, মনে করায় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক এমল বার্নসের ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসবাদী ভাষ্য।

অপরাজিত-তে অপুর বয়ানে বিভূতিভূষণ লিখেছেন :

মানুষের সত্যকার ইতিহাস কোথায় আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী জাঁকজমকে, দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

দরিদ্র গৃহস্থ জীবন-ই তো বিভূতিভূষণের শৈশবময়।

অপু ভেবেছে এই দারিদ্রক্লিষ্ট জীবন ও মানুষের কথা।

অত্যাচারী শিপটন সাহেবকে দেখে একদিন ঝাঁকামাথা ব্যাপারি নালু পাল রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়েছিল। পুঁজিবাদী সমাজে অর্থই নিয়ামক শক্তি, তাই অর্থবান নালু পালের কাছে হার মানে শিপটন সাহেবের পরাক্রম। ছিরু ঘোষ অর্থবলে শ্রী হরি ঘোষ হয়, দুর্গাকে অপমানিত হতে হয় সেজ ঠাকরুনের কাছে।

ভিভূতিভূষণ ঘোষিতভাবে মার্কসবাদী নন, কিন্তু তাঁর উপন্যাসে আছে মার্কসবাদী তত্ত্বের প্রতি আগ্রহ। আর মার্কসবাদী, জেলে যাওয়া প্রণব পায় অপুর বন্ধুত্ব এবং লেখকের প্রবল সহানুভূতি।

৪.

কাম্যু-র 'আউটসাইডার' -এর নায়ক বলেছিল: মা মারা গেছেন, আজ না কাল ঠিক জানি না।

এতটাই বিচ্ছিন্ন ও অসম্পৃক্ত সে। অপু তা নয়। রমা রঁলা-র জাঁ ক্রিস্তফের সঙ্গে অনেক মিল খুঁজছেন অপু-র। জাঁ ক্রিস্তফ বাবার অত্যাচার থেকে মুক্তি খোঁজে সঙ্গীতে। অপু বাবাকে ভালবাসে, কিন্তু সে-ও মুক্তি খোঁজে, পথে, প্রকৃতিতে। একসময় সাময়িকভাবে হলেও অস্বীকার করে বাবাকে। কাশীবাস পর্বে। আর মায়ের মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত-এমনকি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যেখন সে তেলি -বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নি:শ্বাস...অতি অল্পক্ষমের জন্য -নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দু:খ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। একি! সে চায় কী!

যে মা নিজেকে বিলোপ করে তাকে ভালবেসেছিল, তবু মায়ের মৃত্যুসংবাদ তার মনে উল্লাসের স্পর্শ এনেছিল। কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন - ভাবছে অপু, কিন্তু ইহা সত্য - সত্য - তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

৫.

জাঁ ক্রিস্তফও বারবার বাবাকে অস্বীকার করে। সে সঙ্গীত ভালবাসে। কিন্তু বাবার শৃঙ্খলা নামক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার আঙ্গুল। দাদুকে সে স্বীকৃতি দেয়, বাবার লোভকে নয়। ভেঙ্গে ফেলে প্রিন্সের দেওয়া ঘড়ি, বোধহয় সময়কে

মানতে চায় না সে।

৬.

মানতে তো চায় না কাম্যুর নায়ক-ও। জেলখানা তার কাছে অসহ্য কেবল এই কারণে যে, সে সিগারেট খেতে পাচ্ছে না। বিরতি রেখে গুলি ছুঁড়ে মানুষ মারে সে, যাকে সে চেনে না, জানে না, কোন রকম শত্রুতা পর্যন্ত নেই। অসম্ভব বিচ্ছিন্নতা তার।

৭.

অপু ও ক্রিস্তফ বিচ্ছিন্ন নয়। প্রথমজন প্রকৃতি ও জীবন সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়জন সঙ্গীতে খোঁজে মুক্তি, রমা রঁল্যা জার্মান জাতীয়তাবাদকে খুঁজেছিলেন জাঁ ক্রিস্তফে। বিভূতিভূষণ খুঁজলেন জাতি, ভাষা, মানুষকে। প্রকৃতি হল তার অবলম্বন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন ফ্রান্স ইংল্যান্ডের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, বিপ্লব পরবর্তী অর্থনৈতিক সম্পর্কের জটিল গহন বিন্যাস থেকে মুক্তি পেতে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রকৃতিতে, প্রকৃতির ছিল তথাকথিত দেশপ্রেমে অনীহা, বিশ্বজনীনতা, সলিটারি রিপার-এ যার প্রকাশ। পথের পাঁচালী-র প্রকৃতি, একেবারে বাঙালি প্রকৃতি। জীবন ও মানসিকতা একান্তভাবে বাঙালি। কেউ সম্পূর্ণ নয়, নানা অসম্পূর্ণতা তাদের জীবনে। দুর্গা চুরি করে সোনার সিঁদুর কৌটা, অর্থের জন্য নয়, সুখী গৃহকোণের জন্য, নরেনের সঙ্গে বিয়ের স্বপ্ন দেখে তার মা সর্বজয়া, যে স্বপ্নের সে একজন অস্পষ্ট সাথী। নরেনকে তার মা ভাল পায়েস পর্যন্ত খাওয়াতে পারে না, মাংস দূরে থাক। সেকালে অবশ্য গ্রামে অতিথিকে মাংস খাওয়াতে পারতো খুব কম লোক। মুরগি সে সময় গ্রামে 'হিন্দু'রা খেতো না। বছরে একবার পাঁঠা বা খাসির মাংস হতো নবমীর সকালে। সে অবশ্য আমাদের দেখা ১৯৭০ পরবর্তী গ্রাম। পথের পাঁচালীী উপন্যাসে কোথাও কারও মাংস খাওয়ার কথা নেই।

উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদের শুরুতে বিভূতিভূষণ লিখছেন: এবার বাড়ি হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল- বাড়ি থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা-ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু পয়সার জন্য স্কুলে যেতে পারে না, কিন্তু বই পড়ে। অপু-র কলেজজীবন আসে অপরাজিত-য়। সেখানে সে পায় প্রণবকে। যে অন্যরকম। কিন্তু পুতুল নাচের কথা-র কুমুদ নয়। যেমন অপু নয়, শশী। প্রণব তুর্গেনেভ পড়ে বিভূতিভূষণ লিখছেন:

কলেজের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরীব ছাত্র, ঢাকা জেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি।

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, প্রণবের পড়া তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক গ্রন্থকারের নাম কখনও সে শোনে নাই-নীটশে, এমার্শন, তুর্গেনেভ, ব্রেখ্‌ট-প্রণবের কথায় সে ইহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল।

প্রণবের পড়ায় শৃঙ্খলা আছে, অপুর নাই। 'অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশোনায় শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না।' সকল বই-ই তার খুলে পড়তে ইচ্ছে করে।

তার কাণ্ড দেখে 'প্রণব হাসিয়া বলে - দূর ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা-' প্রণবের উৎসাহে সে 'পুনরায় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন...'। অপু কোন রাজনীতি করে না, কিন্তু অপু বাংলার প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখায়। এখানে কোন বিদেশি ফুলের নাম নেই। সম্পর্কে কোন বিদেশি ছায়াপাত ঘটে না। ঔপনিবেশিক মডেলে ত্রিকোণ বা চুতষ্কোণ সম্পর্কের ইঙ্গিতহীন।

কার্যত সে কালের উপন্যাস সাহিত্যে যা বিরল।

৯.

বাংলা যাতে মৃত ভাষা না হয়, লক্ষ্য বিভূতিভূষণের। বাঙালি যাতে মরে না যায় লক্ষ অপুর। এ আসলে বিভূতিভূষণের অপু প্রকল্পে। ঔপনিবেশিক সাহিত্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রথম বাংলা নির্মাণ- পথের পাঁচালী। আর নির্মাণের প্রধান সহায়ক বাংলার প্রকৃতি। প্রাকৃতিক শিল্প নির্মাণ করছে বাংলার আদত কথা শিল্প - পথের পাঁচালী।

১০.

গ্রিক সম্রাট পেইসিসট্রেটাস হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি নিয়ে এসেছিলেন বর্তমান আকারে, গ্রিসে। ওডিসি-র ওডিসিউস ট্রয় থেকে ফিরতে চেয়েছিলেন ইথাকায়, বাধা পান রাস্তায়। একচক্ষু দৈত্যের রোষ থেকে বাঁচেনি তার সাথীরা। কথা শোনেনি তারা ওডিসিউসের। পথে নানা হাতছানি, প্রলোভন, অস্বীকার করে হাজির হয় মাতৃভূমি ইথাকায়।

অপু-ও ফেরে গ্রামে। ছেলে কাজলের হাত ধরে। কাজলের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে, অপু, অপুর স্বপ্ন।

সবাই যখন শহরগামী হতে চায়, বিভূতিভূষণ তখন গ্রামে ফিরছেন, ফেরাচ্ছেন মানুষকে।

১১.

ঔপনিবেশিক মডেলের বাইরে দাঁড়িয়ে, এক অর্থে বাঙালির প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'পথের পাঁচালি'।

ইউলিসিস এর লেখকের শ্লাঘা, ডাবলিন শহর ধ্বংস হয়ে গেলে পুনর্নির্মাণ করতে হবে 'ইউলিসিস' পড়ে।

বিভূতিভূষণ-ও অনুচ্চারে সে কথাটাই বলতে চান-

'ডেড রেস' আর ডেড ল্যাংগুয়েজের উপস্থাপনায়'।